POLITICAL SCIENCE -3RD SEM
GE-3: Gandhi and the Contemporary World
TOPIC- II. Gandhian Thought: Theory and Action

BY- PROF. SHYAMASHREE ROY

A. THEORY OF SATYAGRAHA

সত্যাগ্রহ গান্ধীর সামাজিক দর্শন এবং আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এটি সংঘাতের সমাধানের একটি অস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সত্যাগ্রহের ধারণাটি গান্ধীবাদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার বিস্তৃত প্রসঙ্গে বুঝতে পারা যেত যা কর্মের ফলেই বিকশিত হয়েছিল, যাকে তিনি 'সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা' বলে অভিহিত করেছেন। এটি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, সম্পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে লক্ষ্য করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়বিচার এবং সংঘাত নিরসনের মাধ্যম হিসাবে এর সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত, বিভিন্ন বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলনগুলি গান্ধিয়ান পথ থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে।

সত্যাগ্রহ অর্থ সমস্ত অন্যায়, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে খাঁটি আত্মা-শক্তি প্রয়োগের অনুশীলন। দুঃখ ও বিশ্বাস আত্মার শক্তির বৈশিষ্ট্য। 'বীরের নম্র' সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ হৃদয়কে অবিলম্বে আবেদন করে। এটি প্রতিপক্ষকে বিপদগ্রস্থ করতে নয় বরং নির্দোষতার ওভার বন্যার শক্তিতে তাকে অভিভূত করতে চায়। সত্যাগ্রহ বা ধর্মান্তরকরণের অযৌক্তিক প্রচেষ্টা সরকার, সামাজিক জার্স এবং 'গোঁড়া' নেতাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সত্যাগ্রহ একজন ব্যক্তির সহজাত জন্মগত অধিকার। এটি নিছক একটি পবিত্র অধিকার নয় এটি একটি পবিত্র দায়িত্বও হতে পারে। যদি সরকার জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিনিধিত্ব না করে এবং যদি এটি অসততা ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতে শুরু করে, তবে এটি অমান্য করা উচিত। তবে যে তার অধিকারকে সত্যতা প্রমাণ করতে চায় সে সব ধরণের দুর্ভোগ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

গান্ধী এই প্রসঙ্গে থোরির শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে, গান্ধী বলেছিলেন যে থোরিও অহিংসার পুরোপুরি চ্যাম্পিয়ন নয়। সম্ভবত থোরিও তাঁর সরকারী আইন লঙ্ঘনকে রাজস্ব আইনে সীমাবদ্ধ করেছিলেন, অর্থাত্ তিনি কর প্রদানে অস্বীকার করেছিলেন। গান্ধীর দ্বারা সূচিত সত্যাগ্রহের গতিবিদ্যা বিস্তৃত এবং সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। পরিবার থেকে শুরু করে রাজ্য - যেখানেই কেউ অন্যায় ও অসত্যের মুখোমুখি হয় সে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে পারে। তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধী তাঁর নিজের পারিবারিক জীবনে সত্যাগ্রহের কয়েকটি অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে অহমসার বর্ণমালা ঘরোয়া স্কুলে শিখেছে এবং জাতীয় এবং এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও বাড়ানো যেতে পারে। গান্ধী অনুভব করেছিলেন যে আবিসিনিয়ান, স্পেনীয়, চেক, চীনা এবং মেরুরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের প্রস্তাব দিতে পারে।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। উপবাস সত্যাগ্রহের এক রূপ হতে পারে, তবে যারা কেবল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগ করতে হয়। স্বেচ্ছাসেবী হ'ল সত্যাগ্রহের আর এক রূপ হতে পারে। গান্ধী বলেছেন, "অত্যাচার এক প্রকারের প্লেগ এবং যখন আমাদের রাগান্বিত বা দুর্বল করার সম্ভাবনা থাকে তখন এই ধরনের প্রলোভনের ঘটনাটি ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ।" এমনকি তিনি হিজরতকে সমর্থন করেছিলেন। যাত্রা ইস্রায়েলীয়দের পরিকল্পিত বিমানটিকে বোঝায়। রাশিয়ায়, দুখাবুরদের বিমান ছিল যারা অহিংস ছিল। গান্ধী 'জ্বলন্ত পৃথিবী' নীতিকে সত্যাগ্রহের রূপ বলে বিবেচনা

করবেন না। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে স্বাধীনতার বৈধ লড়াইয়ের অংশ হিসাবে পুরোপুরি নির্দোষ হলেও তিনি ভূগর্ভস্থ কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেন।

গান্ধী কল্পনা করে সত্যগ্রহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছেদের সূত্র নয়। একটি সত্যাগ্রহী অবশ্যই প্রথমে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়। গান্ধী লিখেছেন: "একটি সত্যগ্রাহী সমাজের আইনগুলি বুদ্ধিমানের সাথে এবং তার নিজের ইচ্ছারই পালন করে, কারণ তিনি এটিকে করা তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। কোনও ব্যক্তি এইভাবে সমাজের বিধিবিধানকে অযৌক্তিকভাবে মেনে চলেছেন যখন তিনি আছেন কোন নির্দিষ্ট বিধিগুলি ভাল এবং ন্যায়বিচার এবং কোনটি অন্যায় ও জঘন্য এবং তারপরেই তার পক্ষে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত পরিস্থিতিতে কিছু আইনকে নাগরিক অমান্য করার অধিকার অর্পণ করা যায়। " গান্ধী দাবি করেছিলেন প্রকৃতির আইন মেনে চলেন। নাগরিক প্রতিরোধের ক্ষমতাটি রাষ্ট্রের নাগরিক ও নৈতিক আইন মেনে চলার প্রক্রিয়াধীন শৃঙ্খলা থেকে আসে। একটি সত্যগ্রাহী সরকারের আইনকে প্রতিহত করার সময় দেখতে হবে যে সামাজিক কাঠামোটি বিকৃত নয়।

গান্ধী সত্যাগ্রহীদের জন্য নৈতিক শৃঙ্খলার কঠোর আইন স্থাপন করেছিলেন। শ্বরের প্রতি তার অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে, অন্যথায় তিনি আদেশে উচ্চতর সহিংসতার দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর ব্যক্তির উপর যে শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছেন তা শান্তভাবে সহ্য করতে পারবেন না। ধন এবং খ্যাতির পরে তাকে অবশ্যই হ্যাংকার করা উচিত নয়। তাকে অবশ্যই সত্যাগ্রহ ইউনিটের নেতার কথা মানতে হবে। তাঁর উচিত ব্রহ্মচার্য অনুশীলন করা এবং তাঁর সংকল্পে একদম নির্ভীক হওয়া উচিত। তার অবশ্যই ধৈর্য, এককীকরণমূলক উদ্দেশ্যপূর্ণতা থাকতে হবে এবং ক্রোধ বা অন্য কোনও আবেগের দ্বারা কর্তব্যপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। সত্যগ্রহ কখনও ব্যক্তিগত লাভের জন্য আশ্রয় নেওয়া যায় না। এটি একটি ভালবাসার প্রক্রিয়া এবং আবেদনটি হৃদয়ের কাছে এবং অন্যায়কারীর ভয়ের অনুভূতির প্রতি নয়। সুতরাং, সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগত শুদ্ধির উপর ভিত্তি করে। রাজনৈতিক শক্তির মানদণ্ড হিসাবে বিশুদ্ধতার উপর গান্ধীবাদী চাপ রাজনৈতিক চিন্তায় একটি বড় অবদান। ধার্মিক উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য খাঁটি উপায় নিযুক্ত করা অপরিহার্য।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। দুষ্টের সাথে অসহযোগিতা একটি হালকা রূপ। সরকারের আইন অমান্য করা সত্যগ্রহের একটি চরম রূপ স্বতন্ত্র পাশাপাশি গণ নাগরিক অবাধ্যতাও থাকতে পারে। দ্বিতীয়টির অর্থ জনসাধারণ দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ। শুরুতে, জনগণকে কর্মের জন্য কঠোরভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গান্ধীর মতে, সম্পূর্ণ নাগরিক অবাধ্যতা প্রতিটি রাষ্ট্র-তৈরি আইনের আনুগত্যকে অস্বীকার করার ইঙ্গিত দেয় খুব শক্তিশালী আন্দোলন হতে পারে। এটি সশস্ত্র বিদ্রোহের চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে; কারণ নির্দোষ দুঃখভোগের মূর্খ শক্তির বিশাল ক্ষমতা রয়েছে। একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের কুফল সম্পর্কে জনগণের মতামতের তদন্তের ঝলক এনে, একটি স্বৈরাচারী রাজনৈতিক সরকারের পতনও নিশ্চিত হয়।

এটা বলা ঠিক হবে না যে গান্ধী সরকারকে গণতান্ত্রিক রূপে সত্যগ্রাহ্য অনুমোদন করতেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য তাঁর বিশেষ কোনও অনুষঙ্গ ছিল না। তিনি সংসদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজস্র উত্সকে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে মূল সমস্যাটি ছিল সত্যের ক্যানস অনুসারে জীবন। বেশ কয়েকবার গান্ধী কোনও সংখ্যালঘুতে থাকা সত্ত্বেও কোনও আইন বা ব্যবস্থা বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তাঁর পক্ষে মন্দ কাজের সাথে অসহযোগিতা একটি পবিত্র দায়িত্ব ছিল। সব ধরণের আবেগ, কুসংস্কার এবং ক্ষুদ্র বিবেচনার দ্বারা একটি

গণতন্ত্রকে দমন করা যায়, তবে সত্যের ভক্ত এটিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন না। তিনি চার-পাঁচ বছর পরে কেবল আইনসভার সদস্যপদ পরিবর্তনের চেষ্টা করে সন্তুষ্ট থাকতেন না। তাঁর অবশ্যই জনমতকে শিক্ষিত করা উচিত। গান্ধীর রাজনৈতিক শিক্ষাগুলি অনুসারে, আত্মগ্রাহ্য যে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ একটি চিরস্থায়ী আইন। এমনকি একা থাকলেও সত্য ও বিবেকের মানুষ যদি কোনও প্রতিনিধি আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত আইন ও আজ্ঞাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যদি তারা আত্মার উচ্চতর আইনের বিরুদ্ধে যায়। সত্য সত্যগ্রাহী সত্যের দোহাই দিয়ে সমস্ত বিপদকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। গান্ধী লিখেছেন: "তবুও এমন একটি কল আসতে পারে যা একজন অবহেলা করার সাহস করে না, তার জন্য যা খরচ তা করতে পারে। আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমার কাছে আসার সময় যখন আমাকে রাষ্ট্রের তৈরি প্রতিটি আইনের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে, যদিও সেখানেই থাকতে পারে রক্তপাতের নিশ্চয়তা যখন আহ্বানের অবহেলা মানে Godশ্বরের অস্বীকৃতি, তখন নাগরিক অবাধ্যতা একটি পূর্বের কর্তব্য হয়ে যায় " নীতিমালা গান্ধী সত্যগ্রহকে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করার কৌশল হিসাবেই নয়, অন্যায় ও ক্ষতির জন্য সার্বজনীন দ্রাবক হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি সত্যাগ্রহ শেখানোর জন্য সাবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি সত্যগ্রহীদের নিম্নলিখিত নীতির অনুসরণ করতে বলেছিলেন : অহিংসতা (আহিমসা) ২. সত্য - এর মধ্যে সততা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এর অর্থ অতিক্রম করে যা সত্য তা অনুসারে সম্পূর্ণরূপে জীবনযাপন করে 3. চুরি না ৪. অধিগ্রহণ (দারিদ্র্যের মতো নয়) 5. দেহ-শ্রম বা রুটি-শ্রম আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ (পেটুকু) 7. নির্ভীকতা ৮. সকল ধর্মের জন্য সমান শ্রদ্ধা ৯. অর্থনৈতিক কৌশল যেমন আমদানিকৃত পণ্য বর্জন (স্বদেশী). অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি এই নিয়মগুলিকে "ভারতের প্রতিটি সত্যগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয়" হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন: ১. Godশ্বরের প্রতি অবশ্যই জীবিত বিশ্বাস থাকতে হবে ২. অবশ্যই একটি পবিত্র জীবনযাপন করা উচিত এবং তার সমস্ত সম্পত্তি মরে যেতে বা হারাতে ইচ্ছুক হতে হবে ৩. অবশ্যই অভ্যাসের খাদি তাঁতি এবং স্পিনার হতে হবে ৪. অবশ্যই অ্যালকোহল এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য থেকে বিরত থাকতে হবে কখনও কখনও গান্ধিয়ান সত্যাগ্রহ কোয়েকারদের দ্বারা পরিচালিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সাথে বিভ্রান্ত হয়। তবে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, সত্যগ্রহ একটি গতিশীল শক্তি কারণ এটি অন্যায়ের প্রতিরোধে ক্রিয়াটি বিবেচনা করে। প্যাসিভ প্রতিরোধ শত্রুর প্রতি অভ্যন্তরীণ সহিংসতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবে সত্যাগ্রহ মনের ক্রমাগত পরিস্কারের উপর জোর দেয়। এটি এমনকি অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা জোর দেয়। প্যাসিভ প্রতিরোধ প্রধানত রাজনৈতিক পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল স্তরে সত্যগ্রহ অনুশীলন করা যায়। ১৯০6-১৯৮৮ সালে ভারতে যেমন প্যাকেজ প্রতিরোধের চেয়ে সত্যগৃহের গাঁধী তত্ত্ব ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। তিলক এবং অরবিন্দ নৈতিকতার কারণে সহিংসতার নিন্দা করেননি। কিন্তু গান্ধী অহমসের অবজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। 1906-1908 এর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সীমাবদ্ধ প্রয়োগের রাজনৈতিক কৌশল ছিল। কখনও কখনও এর অর্থ কেবল স্বদেশি এবং বর্জন করা হত, অন্যদিকে এটি অন্যায় আইন ও ডিক্রি অমান্য করার জন্য প্রসারিত হয়েছিল। সত্যগ্রহের গান্ধী তত্ত্বটি জীবন ও রাজনীতির একটি দর্শন এবং এটি একটি স্বৈরাচারী সরকারের মোট কাঠামোকে পঙ্গু করার জন্য মূর্খ জন পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করে। এটি সত্য যে গান্ধী এবং ব্রিটিশ উদারপন্থীদের ধারণার মধ্যে বিশেষত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ক্ষেত্রগুলির প্রতি তাদের ক্ষোভজনক মনোভাবের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে তবে তারা বিভিন্ন traditions থেকে উত্থিত হয়। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনে যে কোনও ব্রিটিশ উদারপালক লালন-

পালনকর্তার তুলনায় গান্ধী ছিলেন তার রাজ্যের বিরোধিতায় আরও উগ্র এবং কট্টর। মূলত গান্ধী একজন নৈতিক নবী যিনি শক্তি, শক্তি এবং সহিংসতার সমস্ত ঘনত্বের প্রতি তার অস্পষ্ট প্রতিরোধের ঘোষণা করেছিলেন। থোরোর প্রতিবাদী ব্যক্তিবাদ এবং টলস্টয়ের র‍্যাডিকাল অ্যান্টি-স্ট্যাটিকের সাথে মিলিত হয়ে পুরাতন সন্যাসী ও ভারতের ভিক্ষু স্বতন্ত্রবাদী চেতনার প্রভাব গান্ধীতেই খুব উচ্চারিত হয়েছিল।

সত্য, অহিমসা এবং নৈতিক রাজ্য

গান্ধীর মৌলিক বিশ্বাস সত্যে, 'সত্য', যাকে তিনি Godশ্বরও বলেছেন। সত্য মহাবিশ্বের শাসক নীতি। সত্য নিজেকে সমস্ত জীবের মধ্যে বিশেষত মানুষের মধ্যে আত্ম-চেতনা বা আত্মা বা আত্মা হিসাবে প্রকাশ করে। গান্ধীর মতে প্রেম আমাদের সত্তার আইন . মানুষের মধ্যে একমাত্র উপযুক্ত সম্পর্ক হ'ল প্রেম। এবং প্রেম দ্বারা তিনি যার অর্থ একজন সাধারণত সহানুভূতি বলতে পারেন যা অন্যের কল্যাণ এবং সুখের জন্য নিঃশর্ত বাস্তব উদ্বেগ। এ জাতীয় ভালবাসা হ'ল অহিংসা, অহিংসা সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মের নীতি হিসাবে। অহিংসার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও নৈতিকতার অবসান ঘটে গান্ধী সত্যগ্রহকে বলেছিলেন, 'সত্য বল' বা অহিংস পদক্ষেপ, যা প্যাসিভ বা দুরন্ত নয়। এটি সাহস, চরিত্রের শক্তি এবং ধার্মিক উদ্দেশ্যে ইতিবাচক অবদানের জন্য প্রয়োজন। গান্ধীর অহিংসার মতবাদ চূড়ান্ত। কিছু পরিস্থিতিতে, তিনি মনে করেন, অন্যায়ের কাছে দাখিল করার চেয়ে সহিংসতা বেছে নেওয়া ভাল। গান্ধীর কাছে সভ্যতা হ'ল সেই আচারের পদ্ধতি যা মানুষকে দায়িত্বের পথ দেখায়। কর্তব্য সম্পাদন এবং নৈতিকতা পালন করা রূপান্তরীয় পদ। নৈতিকতা পালন করা আমাদের মন এবং আমাদের আবেগের উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করা। গান্ধী ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সেরা বলে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার প্রবণতা নৈতিক সত্তাকে উন্নত করা।

গান্ধিয়ান ন্যূনতম রাজ্য

গান্ধী এই রাজ্যকে বিরোধী হিসাবে দেখলেন বা কীভাবে মানুষকে সংগঠিত করা উচিত। এটি হিংসাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে। এটি কমান্ড দেয়, বাধ্যতামূলক করে, সীমাবদ্ধ করে। এটি নির্ভরতা উত্সাহ দেয় এবং স্বনির্ভরতা হ্রাস করে। এক কথায় রাষ্ট্র রাষ্ট্র মানবকে অমানবিক করে তোলে। তবুও এটি অনিবার্য কারণ কারণ মানুষের নিজস্ব শাসন করার ক্ষমতা নেই। গান্ধীর এই দুরবস্থার জবাব হ'ল 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' জন্য আবেদন। গ্রাম প্রজাতন্ত্রের গান্ধী ধারণায়, আলোচনা এবং আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত গঠনমূলকভাবে সমাধান করা হবে। এই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রান্ত হুমকি এবং বলের মাধ্যমে নয়, অনুশাসন মাধ্যমে অর্জন করা হবে। অপরাধকে শাস্তি দেওয়া ভুল কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে না, বরং সহায়তা ও বোধগম্যতার সাথে চিকিত্সা করা একটি অসুস্থতা হিসাবে গণ্য হবে।

উপসংহার

গান্ধীর সত্যাগ্রহ ছিল নৈতিক সৃজনশীলতার একটি কাজ। গান্ধীর কাছে সত্যগ্রহ কেবল রাজনৈতিক অস্ত্রই ছিল না বরং সৃজনশীলতার অস্ত্র ছিল। সত্যগ্রহ Godশ্বরের প্রতি অমানবিক প্রাণীদের বিশ্বাস স্থাপনের একটি মাধ্যম। সত্যাগ্রহের দর্শন ধারণ করে যে প্রতিটি মানুষই ভাল কাজ করতে এবং ভাল চিন্তা করতে সক্ষম। সত্যাগ্রহের লক্ষ্য অন্যের পক্ষ থেকে গলে যাওয়া উত্পন্ন করার জন্য স্বাবলম্ব সহ্য করা। সত্যাগ্রহ সফল

হওয়ার জন্য অপরের সাথে নৈতিক সংলাপের সম্ভাবনা অপরিহার্য। এই অর্থে সত্যাগ্রহ একটি নৈতিক কাজ। এটি অন্যের নৈতিকতাকে স্বীকৃতি দেয়। সত্যগ্রহ হ'ল পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম যা অন্যের ভিলেন তৈরি করে না। সত্যগ্রহ মুক্তি দিচ্ছে। এটি তার দাসত্বের নিপীড়িত এবং অন্যের সাথে অমানবিক আচরণ করার প্রয়োজনের অত্যাচারকারী উভয়কেই মুক্তি দেয়। সত্যাগ্রহ হ'ল মানবাধিকার নিশ্চিত ও বজায় রাখার সর্বোত্তম অস্ত্র। রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে অহিংসার জন্মকে সংঘাত নিরসনে গান্ধীর চূড়ান্ত অবদান হিসাবে দেখা হয়। শান্তিতে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সত্যগ্রহের ভিত্তিতে। সত্যাগ্রহ হ'ল যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প। গান্ধী আমাদের এটিকে মাইক্রো-স্তর থেকে ম্যাক্রো-স্তর পর্যন্ত সমস্যার সমাধান এবং সংঘাত-সমাধানের জন্য ব্যবহারের উপায় দেখিয়েছিলেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ রাজনৈতিক সমাধানের কার্যকর উপায় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। যুদ্ধ ও শান্তি, সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজনীতি-প্রশাসনিক দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত অনেক সমসাময়িক চ্যালেঞ্জকে গান্ধিয়ান পথ অবলম্বনের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যেতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব এটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

B. SATYAGRAHA IN ACTION

I. PEASANT SATYAGRAHA: KHEDA

খেদা সত্যাগ্রহ

ব্রিটিশ রাজ আমলে ভারতের গুজরাটের খেদা জেলায় 1918 সালের খেদা সত্যগ্রহ ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পরিচালিত একটি সত্যগ্রহ আন্দোলন। এটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রধান বিদ্রোহ। চম্পরন সত্যাগ্রহের পরে এটি ছিল দ্বিতীয় সত্যগ্রহ আন্দোলন। গান্ধী কৃষকদের সমর্থন করার জন্য এই আন্দোলনের আয়োজন করেছিলেন। নেতারা গুজরাটে, মহাত্মা গান্ধী মূলত লড়াইয়ের আধ্যাত্মিক প্রধান ছিলেন। তাঁর প্রধান লেফটেন্যান্ট, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এবং গান্ধীবাদীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যেমন ইন্দুলাল যজ্ঞিক, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, মহাদেব দেশাই, নড়হরী পরীখ, মোহনলাল পান্ড্য এবং রবিশঙ্কর ব্যাস গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, গ্রামবাসীদের সংগঠিত করেছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন। অনেকে আহমেদাবাদ ও ভোদোদার শহর থেকে গুজরাটিদের উত্সাহিত করেছিল, এবং এই বিদ্রোহের সংগঠকদের সাথে যোগ দিয়েছিল, তবে গান্ধী এবং প্যাটেল অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়দের জড়িত থাকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, একে একে খাঁটি গুজরাটি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধ প্যাটেল এবং তার সহকর্মীরা একটি বড় কর বিদ্রোহের আয়োজন করেছিল এবং (খেদা) বিভিন্ন জাতিগত ও বর্ণ সম্প্রদায়ের লোকেরা এর চারপাশে সমাবেশ করেছিল। খেদার কৃষকরা দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে এই বছরের জন্য ট্যাক্স বাতিল করতে বলা একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেন। বোম্বে সরকার এই সনদটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে কৃষকরা অর্থ না দিলে জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনেককে গ্রেপ্তার

করা হবে। ট্যাক্স রোধ করা হয়নি, সরকারের সংগ্রাহক এবং পরিদর্শকগণ সম্পত্তি এবং গবাদি পশু দখলের জন্য ঠগকে প্রেরণ করেছিলেন, এবং পুলিশ জমি এবং সমস্ত কৃষিজাত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কৃষকরা গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেনি, সহিংসতায় নিযুক্ত বাহিনীর প্রতিশোধ নেননি। পরিবর্তে, তারা তাদের নগদ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র গুজরাট সভায় অনুদানের জন্য ব্যবহার করেছিল যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদের আয়োজন করেছিল

বিদ্রোহটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও unity দিক দিয়ে বিস্ময়কর ছিল। এমনকি যখন তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জমি এবং জীবিকা দখল করা হয়েছিল, তখনও খেদার বিপুল সংখ্যক কৃষক প্যাটেলের সমর্থনে united ছিলেন। গুজরাতিরা অন্যান্য অংশের বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকারি যন্ত্রপাতিটিকে প্রতিহত করেছিল, এবং প্রতিবাদকারী কৃষকদের আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তি আশ্রয় করতে সহায়তা করেছিল। যে ভারতীয়রা বাজেয়াপ্ত জমি কিনতে চেয়েছিল তাদের সমাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যদিও সরদুল সিং ক্যাভেশারের মতো জাতীয়তাবাদীরা অন্যান্য অংশে সহানুভূতিশীল বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন, গান্ধী এবং প্যাটেল এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ফলাফল

শেষ পর্যন্ত সরকার উভয় পক্ষের জন্য একটি সম্মানজনক চুক্তি পোষণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রশ্নে বছরের জন্য ট্যাক্স, এবং পরবর্তীটি স্থগিত করা হবে, এবং হার বৃদ্ধি হ্রাস হবে, যখন সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বাজেয়াপ্ত জমিগুলি তাদের অধিকারী মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে লোকেরা সংহতিতেও কাজ করেছিল। ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছিল যে এটি ক্রেতাদের পাশে দাঁড়াবে, এমনকী যারা দখলকৃত জমিগুলি কিনেছিল তারা তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য প্রভাবিত হয়েছিল।

সংগ্রামের কিছু অর্জন নিম্নরূপ ছিল: (1) এটি মীমাংসিত হয়েছিল যে ভাল পাটিদার কৃষকরা জমির ভাড়া প্রদান করবে এবং দরিদ্রদের ছাড় দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র কৃষকরা যারা গঠন করেছিলেন তাদের বেশিরভাগ কৃষকই যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট ছিলেন। (২) এই আন্দোলনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'ল এটি কৃষকদের মধ্যে তাদের দাবী সম্পর্কে একটি জাগরণ তৈরি করেছিল। অন্যদিকে, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সম্পৃক্ততা চেয়েছিল। সাফল্যের প্রভাবও গুজরাট এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কৃষকদের মধ্যে উপলব্ধি হয়েছিল। (৩) খেদা আন্দোলনের বিস্তৃত সাফল্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুজাত চৌধারি লক্ষ্য করেছেন: কৃষকদের দাবির গ্রহণযোগ্যতা কৃষকদের মধ্যে এক নতুন জাগরণ নিয়ে আসে। এই লড়াই তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল যে যতক্ষণ না তাদের দেশ পুরোপুরি অনস্বীকার্যতা অর্জন না করে ততদিন অন্যায় ও শোষণ থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে না। আমলাতন্ত্র এই লোকদের কাছে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আর হাজির হয়নি, কেবলমাত্র এলিয়েন প্রশাসনের এজেন্ট ছিল।

ট্রাস্টিশিপ একটি আর্থ-সামাজিক দর্শন যা মহাত্মা গান্ধী প্রচার করেছিলেন। এটি এমন একটি উপায় সরবরাহ করে যার মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিরা সাধারণভাবে জনগণের কল্যাণে দেখাশুনা করা ট্রাস্টদের আস্থাভাজন হন। এই ধারণাটি সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বগুলির বিরোধী ভূস্বামী, সামন্ত রাজকুমার এবং পুঁজিপতিদের পক্ষে হিসাবে হিসাবে সমাজতন্ত্রের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে ধনী লোকেরা দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য তাদের ধন-সম্পদের সাথে অংশীদার হতে প্ররোচিত হতে পারে। এটিকে গান্ধীজীর কথায় রেখেছিলেন "মনে করি আমি প্রচুর ধন-সম্পদ দ্বারা এসেছি - হয় উত্তরাধিকারের পথে, বা বাণিজ্য ও শিল্পের মাধ্যমে - আমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে সমস্ত সম্পদ আমার অন্তর্গত নয়; আমার যা আছে তা হ'ল অন্য লক্ষ লক্ষ জনগণের দ্বারা সম্মানিত জীবিকার অধিকার রয়েছে

গান্ধীর অর্থনৈতিক ধারণাগুলি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর সাধারণ ক্রুসেড, আর্থ-সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে শোষণ এবং নৈতিক মানকে অবনতি করার এক অংশ ছিল। গান্ধী জনসাধারণের অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর পদ্ধতির মূলে ছিল মানুষের মর্যাদা। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন তাঁর জীবনের চলাকালীন অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলস্বরূপ। তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মর্যাদা রক্ষার প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলিকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শিক উত্তেজনায় ভরা তরল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবাধিকারের আদর্শের উপর জোর দিয়ে অর্থনৈতিক দর্শনের এক নতুন পদ্ধতির দাবি করেছিল। আর্থ-সামাজিক দর্শন হিসাবে গান্ধীবাদ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের উচ্চতর আদর্শগুলি অর্জন করার জন্যই উপযুক্ত নয় বরং এটি কমিউনিজম এবং পুঁজিবাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেছিল।

গান্ধীবাসী অর্থনৈতিক চিন্তার মূল বিষয় হ'ল মানবীয় মর্যাদার সুরক্ষা এবং কেবল বৈষয়িক সমৃদ্ধি নয়। তিনি মানব ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি স্বল্প সম্মানের সাথে জীবনযাত্রার উচ্চ মানের চেয়ে মানবজীবনের উন্নয়ন, উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েছিলেন। মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধগুলি তার অর্থনৈতিক ধারণাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক দর্শনকে বস্তুবাদের জলে থেকে মুক্ত করতে এবং একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিমানের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মানবাধিকার সুরক্ষা সামাজিক উদ্দেশ্য দ্বারা মানবিক ক্রিয়াকলাপগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

"আধ্যাত্মিককরণের অর্থনীতির" প্রতি গাঁধীর প্রচেষ্টা সত্যই তাঁর বিশ্বস্ততার ধারণা থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ইসোপনিসাদের প্রথম শ্লোকের উপর তাঁর ট্রাস্টিত্বের মতবাদটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যার অনুসারে একজনকে Godশ্বরের কাছে সমস্ত কিছু উত্সর্গ করার এবং তারপরে কেবল এটি প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যবহার করতে বলা হয়। এটিতে নিযুক্ত মূল শর্তটি হ'ল অন্যের যা কিছু আছে তা লোভ করা উচিত। অন্য কথায়, প্রথম উদাহরণে, সমস্ত কিছু অবশ্যই Godশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং তারপরে কেউ কেবল তার কঠোর প্রয়োজন অনুসারে God's সৃষ্টির সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যা ব্যবহার করতে পারে। এটি সন্দেহের বাইরেও স্পষ্ট করে তোলে যে এটি কেবল শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতে নয় যে ট্রাস্টিশিপের

মতবাদটি প্রযোজ্য হবে। এই মতবাদের চেতনা বিচ্ছিন্নতা এবং পরিষেবা। এই দু'টি গুণই যদি না জড়িত না হয় তবে "কারও ধন-সম্পদের লোভে নয়" এই আদেশটি মানা অসম্ভব। অতএব গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণাটি দখল-বিহীন আইনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থেকেই উঠে আসে। এটি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সমস্ত কিছু Godশ্বরের এবং Godশ্বরের পক্ষ থেকে। সুতরাং বিশ্বের অনুগ্রহগুলি তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য ছিল সামগ্রিকভাবে, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নয়। যখন কোনও ব্যক্তির নিজের অংশের চেয়ে বেশি অংশ থাকে, তখন তিনি শ্বরের লোকদের জন্য সেই অংশের একজন বিশ্বস্ত হয়েছিলেন। যিনি সর্বশক্তিমান তার কোনও সঞ্চয় করার দরকার নেই। তিনি প্রতিদিন নতুন করে জিনিস তৈরি করেন। তাই মানুষেরও ভবিষ্যতের জন্য জিনিসগুলি সংরক্ষণ করার চেষ্টা না করে দিনের পর দিন তার জীবনযাপন করা উচিত। এই নীতিটি যদি সাধারণভাবে লোকেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তবে এটি আইনী হয়ে উঠত এবং ট্রাস্টিশিপ আইনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হত। গান্ধী ইচ্ছে করল এটি ভারত থেকে বিশ্বের কাছে উপহার হয়ে উঠুক (হরিজন, ২৩ ফেব্রুয়ারি 1947)

মূলত গান্ধী এই মতবাদকে মালিকানা এবং আয়ের অর্থনৈতিক বৈষম্যের জবাব হিসাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন - বর্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার অসমতা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে বেড়ে ওঠা সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সমাধানের একধরনের অহিংস উপায়। গান্ধী কখনই তত্ত্বের শুরুতে বা কোনও হারে জীবনের পরবর্তী অংশের প্রতি তত্ত্বের উপর বিশ্বাস রাখতে থামেন নি, যদিও এই পদ্ধতিটি কার্যকর ছিল না। তিনি সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিকে ট্রাস্টি হিসাবে রূপান্তর করতে অহিংসতা, অসহযোগিতা এবং সত্যগ্রহের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী। এমনকি তিনি তাদের সম্পদের সম্পত্তি-মালিকদের স্থানচ্যুত করার এক শেষ উপায় হিসাবে সহিংসতার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন।

সুতরাং মানুষের মর্যাদা, না তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি, গান্ধীবান অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। গান্ধীবাদের অর্থনীতির লক্ষ্য কেবল মানবিক মর্যাদাকে সামনে রেখে বস্তুগত সমৃদ্ধির বিতরণ করা। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক ধারণার চেয়ে নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। গান্ধীর মতে, ট্রাস্টিশিপই একমাত্র ভিত্তি যার ভিত্তিতে তিনি অর্থনীতি এবং নৈতিকতার একটি আদর্শ সমন্বয় তৈরি করতে পারেন। কংক্রিট আকারে, ট্রাস্টিশিপ সূত্রটি নীচে পড়ে:

(i) ট্রাস্টিশিপ সমাজের বর্তমান পুঁজিবাদী শৃঙ্খলাটিকে সমতাবাদী রূপে রূপান্তর করার একটি উপায় সরবরাহ করে। এটি পুঁজিবাদের কোনও চতুর্থাংশ দেয় না, তবে বর্তমানের মালিক শ্রেণিকে নিজের সংস্কারের সুযোগ দেয়। এটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যে মানব প্রকৃতি কখনই মুক্তির বাইরে নয়।

(ii) এটি সমাজের নিজস্ব কল্যাণের জন্য অনুমোদিত হওয়া ব্যতীত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার কোনও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না।

(iii) এটি সম্পত্তির মালিকানা এবং ব্যবহারের আইনকে বাদ দেয় না।

(iv) এইভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্টিশিপের আওতায় কোনও ব্যক্তি সমাজের স্বার্থকে অবহেলা করে স্বার্থপর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সম্পদ ধরে রাখতে বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

(v) ঠিক যেমন ন্যূনতম ন্যূনতম জীবন মজুরি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, তেমনি সমাজের যে কোনও ব্যক্তিকে মঞ্জুরি দেওয়া সর্বাধিক আয়ের জন্য একটি সীমাও নির্ধারণ করা উচিত। এ জাতীয় ন্যূনতম এবং সর্বাধিক আয়ের মধ্যে পার্থক্যটি যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল হওয়া উচিত, যাতে ভাড়াটিয়াই পার্থক্যটি হ্রাসের দিকে যায়।

(vi) গান্ধী অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার আওতায় উত্পাদনের চরিত্রটি সামাজিক লোভ দ্বারা নয়, ব্যক্তিগত লোভ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ট্রাস্টিশিপ তত্ত্বটি স্থির ও অদম্য সম্পত্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, যেমন "শ্রমিকদের পেশীবহুল শক্তি এবং হেলেন কেলারের প্রতিভা" । গান্ধীর মতে, সমস্ত সম্পত্তি Godশ্বরের মালিকানাধীন এবং ট্রাস্টিশিপের তাঁর ধারণায় ট্রাস্টিদের সেই সম্পত্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অযাচিতভাবে ধ্বংস করার অধিকার নেই। এ ছাড়া, ট্রাস্টিদের হাতে ট্রাস্টিদের হাতে সুরক্ষা বোধ করে জনগণের মনোবল উত্থাপন লক্ষ্য। ট্রাস্টিরা, তাদের পালা, জনগণের মধ্যে একটি উচ্চতর জীবনযাত্রার জন্য একটি আকুলতা তৈরি করার প্রতি আগ্রহী।

মানুষ যেমন সকলের কল্যাণের কল্যাণকর ধারণার ব্যক্তিগত তৃপ্তির সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে অগ্রগতি লাভ করে, তখন সে আত্ম-উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যায়। সম্পদের অধিকারী হওয়ার পুরো ধারণাটি কেবল এটির অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা এবং এটিকে যথাযথভাবে বিতরণ করা মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। যদি এটি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে থাকে তবে তা নৈতিক কারণে আপত্তিজনক। ধনবান ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে আরও বিস্তৃত করে পুঁজিবাদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত হওয়ায় গান্ধী বিশ্বস্তদের পক্ষে এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা উপভোগ করেন।

ট্রাস্টিশিপের গাঁধী তত্ত্ব মার্কসীয় অর্থনৈতিক দর্শন থেকেও উল্লেখযোগ্যভাবে বিদায় নিয়েছে। মার্কসবাদ যদি শিল্প বিপ্লবের সন্তান হয়, তবে ভারতীয় tradition কয়েকটি প্রাথমিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গে গাঁধীয় তত্ত্বটি বোঝা যায়। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী বলা শ্রেণীর ধ্বংসের দিকে, যেখানে গান্ধীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং এটির সংস্কার করা। গান্ধীবাদী সমাজতান্ত্বিক নৈতিকতা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক তাঁর কাছে ম্যান হ'ল নৈতিকতা প্রথম এবং সামাজিক পরে

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তারা অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রয়েছে যেখানে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র সহিংসতার দিকে ঝুঁকছে, সেখানে গান্ধিয়ান সমাজতন্ত্র ধনীদের দিক থেকে হৃদয় পরিবর্তনের লক্ষ্যে। সহিংসতার কোনও জায়গা নেই, তবে কেবল ভরসা। সাধারণ মানুষ তার আস্থার উপর ভরসা করে এবং পরবর্তীকর্তা একজন রক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র মূলধনবাদ এবং সমাজতন্ত্র উভয় থেকেই মূলত বিচ্ছিন্ন হয়; এটি বিশ্বস্ততা সমাজতন্ত্র। যদিও এই ধরণের সমাজতন্ত্র অর্জন করা কঠিন, যদিও তিনি মানুষের মঙ্গলভাবের মৌলিক শক্তি এবং নৈতিকতার মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে গান্ধী এটিকে সমর্থন করেছিলেন। অন্যান্য সমস্ত "isms" সমস্যাটিকে আকাঙ্ক্ষিতভাবে সম্বোধন করে, যেখানে ট্রাস্টিশিপ এটির মূলে রয়েছে।

গান্ধী চেয়েছিলেন জমিদারগণ তাদের জমির ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করবেন এবং ভাড়াটেদের দ্বারা তাদের ব্যবহারের অনুমতি দিন। এই ধারণাটি মূলত এই ভিত্তিতেই নির্মিত হয়েছিল যে ভারত একটি কৃষিক্ষেত্র, যেখানে ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের আস্থা জমি সরবরাহ করে, গান্ধী একটি স্বাধীন ভারতের অন্যতম বড় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সম্মিলিত কৃষি ব্যবস্থায় আমরা একই ধারণা বাস্তবায়িত দেখতে পাই। নির্দিষ্ট কিছু দেশে এই ব্যবস্থার সাফল্য দেখায় যে ধারণাটি মোটেও অচল নয়। এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রায়শই মানুষের ইচ্ছার জন্য দায়ী করা হয়। তবে কারণ মনে হয় যে এই ব্যবস্থাটি প্রয়োগের সময় প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই শক্তি।

এই ধারণার কেন্দ্রে হ'ল মানব মর্যাদা রক্ষার তাগিদ। এগুলি, বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে, আধুনিক মানুষের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে যে বিপ্লব উত্থিত হয় সেগুলি মানব মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচারের একই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে ধারণাটি আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক কারণ এটি বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে। এই মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচার অর্জনের প্রথম পদক্ষেপগুলির একটি হ'ল সমাজে শ্রেণি সংগ্রামের চিরকালীন ঝামেলা উপাদানকে নির্মূল করা। যদিও ট্রাস্টিশিপের গান্ধীবদ্ধ ধারণাটি কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণিকে ধ্বংস করতে চায় না, তবে এটি আমাদের শ্রেণীর ব্যবধানকে সংকীর্ণ করার একটি ধারণা সরবরাহ করে। সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির অনুশীলনটি ছিল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে ন্যূনতম করে দেওয়া। ভারতে আমরা আমাদের সমবায় নীতি, সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর নীতি যা পিছনে উচ্চবিত্তকে ভারী করে এবং সমাজের নিম্ন স্তরের লোকদের কিছুটা স্বস্তি দেয় তার পিছনে এই উদ্দেশ্যটি আমরা পাই . আমরা এই নীতিগুলিতে ট্রাস্টিশিপের গান্ধীবদ্ধ ধারণার বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পাই।